

আইআইএমসির উদ্যোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা

সমস্যার সমাধানে উদ্ভাবনী ভাবনা জরুরি। তাতেই যুক্ত হচ্ছে 'ডিজাইন থিংকিং'-এর মতো বিষয়। বিশেষজ্ঞদের মতে, এতে ক্রেতার সমস্যা মেটাতে যুক্তি এবং দূরদৃষ্টি প্রযুক্ত হয় বিশেষ পদ্ধতিতে। পাঠক্রম ও গবেষণায় এই বিষয়টি নিয়েই কাজ করতে উদ্যোগী হল আইআইএমসি।

বিশেষজ্ঞদের মতে, নানা ক্ষেত্রের গ্রাহক, ক্রেতা বা ব্যবহারকারীর জন্য ব্যবসায়িক এবং প্রযুক্তিগত ভাবে লাভজনক হতে পারে ডিজাইন থিংকিং। তাই এই উদ্যোগ। সোমবার

আইআইএমসি বলেছে, এ জন্য তারা 'স্কুল অব ডিজাইন থিংকিং' এবং সামাজিক সংস্থা 'মিশন সমৃদ্ধি'-র সঙ্গে জোট বেঁধেছে। এ দিনই হয়েছে চুক্তি। সেখানে তৈরি হবে দেশের প্রথম 'সেন্টার অব এক্সেলেন্স ফর ডিজাইন থিংকিং'। আইআইএমসি-র কার্যনির্বাহী ডিরেক্টর অধ্যাপক শৈবাল চট্টোপাধ্যায় বলেন, বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই বিশেষ উদ্যোগ কাজ করবে। ডিন (শিক্ষা) অধ্যাপক ভাস্কর চক্রবর্তীর বক্তব্য, নীতি রূপায়নের ক্ষেত্রে অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ গ্রাহকের কাছে তা দক্ষ ভাবে পৌঁছে দেওয়া। সে ক্ষেত্রে ডিজাইন থিংকিং-এর বড় ভূমিকা রয়েছে।